দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 SEP 2017
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...৬...

## অবহেলায় নার্গিস-নজরুল বিদ্যানিকেতন

# ১৫ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি

■ মুরাদনগর (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

মুরাদনগর উপজেলায় কবি নজরুল-নার্গিসের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতপুরে নির্মিত নার্গিস-নজরুল বিদ্যানিকেতনটি অবহেলিতই রয়েছে। প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পেরিয়ে গেলে এমপিওভূক্ত না হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

বিদ্যালয়টি অবকাঠামো ও পরিবেশের দিক থেকে ভালো অবস্থা থাকলেও শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানিসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক সংকটটি স্কুলটির প্রধান সমস্যা হওয়ায় শিক্ষার্থীদের লোখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য আলাদা কক্ষ না থাকায় ক্লাস নিতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম দুই মাস ১১ দিন ওই বাড়িতেই ছিলেন। তখন আলী আকবর খানের বোনের মেয়ে নার্গিস আশার খানমের সঙ্গে তার প্রেম হয়। এরপর তিনি তাকে বিয়ে করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি নজরুল ও ১৯৮৪ সালের ২ মে লন্ডনে নার্গিস মারা যান। সে থেকেই গ্রামটি পরিচিত হয়ে ওঠে নজরুল-নার্গিসের গ্রাম হিসেবে। এখানে কবি রচনা করেছেন বহু কবিতা, গান আর ছড়া। কিন্তু সেই দৌলতপুর আজও অবহেলিত ও উপেক্ষিত। এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে কবির নামে হয়নি কোনো প্রতিষ্ঠান। এলাকাবাসী ও নার্গিসের পরিবার কবি ও তার নামে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। আর তার নাম দেয়া হয় নার্গিস-নজরুল বিদ্যানিকেতন।

২০০২ সালের ২ জুলাই তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক দৌলতপুর গ্রামে বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিন কক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে সেটিকে দ্বিতল ভবন করা হয়। ২০০৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তিন কক্ষবিশিষ্ট আরেকটি ভবন নির্মাণ করা হয়। ৩০ শতক জমিতে প্রতিষ্ঠানটির মূল ক্যাম্পাস। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৩৫০ জন শিক্ষার্থী, চারজন নিয়মিত ও আটজন খন্ডকালীন শিক্ষক এবং দুজন কর্মচারী আছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এ বিদ্যালয়ে আছি। এমপিওভুক্ত না হওয়ায় আমরা পরিবার নিয়ে খারাপ অবস্থায় আছি। শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে আমাদের অনেক ক্লাস খোলা আকাশের নিচে নিতে হচ্ছে। এতে করে কখনও অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সফিউল আলম তালুকদার জানান, নতুন ভবন বরাদ্দ ও শিক্ষক শূণ্যতার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সরকার যখন শিক্ষক নিয়োগ ও এমপিও করার সিদ্ধান্ত নেবে ঠিক তখনই সেগুলো করা হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................

| | |
|---|---|
| পরিসংখ্যান বিভাগ | |
| ডি.এল.পি বিভাগ | |
| সিস্টেম এনালিষ্ট | |
| সিস্টেম ম্যানেজার | |
| প্রশাসনিক কর্মকর্তা | |
| পি.এ. | |

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর